তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

সংবাদ

ছাত্রলীগের কমিটি হলেই জঙ্গি উত্থান বন্ধ হবে এর কোন যুক্তি নেই

জঙ্গি উত্থান ঠেকাতে প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগকে কমিটি গঠন করতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এমন ঘোষণা দিয়েছে। তারা মনে করছে, ছাত্রলীগের মতো প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক অস্তিত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থাকলে সেখানে আর জঙ্গিগোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

ছাত্রলীগ যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই সেখানেই জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দেবে। জঙ্গি হানাহানি হবে এ যুক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। ছাত্রলীগ থাকছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও জঙ্গি উত্থান হচ্ছে। জঙ্গি হানাহানি হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে হানাহানি হচ্ছে। বরং বর্তমানে ছাত্রলীগের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট হানাহানির খবরই মিডিয়ার প্রধান খবর হচ্ছে অনেক সময়।

গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলায় জড়িত অন্যতম জঙ্গি বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের ছাত্র। ওই কলেজে ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম রয়েছে।

সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই জঙ্গি সম্পৃক্ততায় জড়িত এ তথ্য ছাত্রলীগ কোথায় পেল? এ নিয়ে কি কোন সমীক্ষা হয়েছে বরং সেশনজট এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর হানাহানি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই হচ্ছে। সেদিক থেকে ছাত্র রাজনীতিমুক্ত বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই লেখাপড়ার দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে, সেখানে নেই কোন সেশনজট, হানাহানির ঘটনাও নেই।

অন্যদিকে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বে হানাহানির খবর প্রায়ই আমরা পাই। সেখানে ছাত্রলীগও রয়েছে।

সুতরাং ছাত্রলীগ থাকুক আর নাই থাকুক যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই জঙ্গি উত্থান হতে পারে এবং হয়েছেও। এর সঙ্গে ছাত্রলীগ থাকা না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। আর এজন্য শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একক দায়ী করা যৌক্তিক নয়। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই জঙ্গি এক-দু'জন থাকতে পারে। কিছু কিছু শিক্ষক ও ছাত্র সেখানে জড়িত থাকতেই পারে। তার জন্য গোটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জঙ্গি উত্থানে এককভাবে দায়ী করা উচিত হবে না।

গুলশান ট্র্যাজেডির এক জঙ্গির পিতা তো সরকারি দল আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর শাখার নেতা ছিলেন। তার অর্থ তো এই নয় গোটা আওয়ামী লীগই জঙ্গি সমর্থক হয়ে পড়েছে। এ ঘটনা ছাত্রলীগেও ঘটতে পারে।

সুতরাং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গি উত্থানের সঙ্গে ছাত্রলীগের কমিটি থাকা না থাকার কোন প্রশ্ন নেই। বরং আমরা মনে করি, ছাত্রলীগের এই প্রস্তাব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রবেশ করে তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের জন্যই করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমই ব্যাহত হবে। ছাত্র রাজনীতির নামে এ তৎপরতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই প্রবণতা বন্ধে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।